দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

102

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন প্রসঙ্গ

মেঝে বা ছাদ ভেঙ্গে পড়ার দুর্ঘটনা আমাদের দেশে কম নয়। '৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর জগন্নাথ হলের ছাদ ধসে পড়ার বিষদময় স্মৃতি কখনই ভুলে যাওয়ার নয়। এই দুর্ঘটনা গোটা জাতিকে বিচলিত করেছিল। আহত হয়েছিল জাতির বিবেক। কিন্তু মনে হয় বিবেক কেবল আহতই হয়েছিল, জাগ্রত হয়নি। তা যদি হতো তাহলে জরাজীর্ণ দালান কোঠা থেকে মর্মান্তিক মৃত্যু মাঝে-মধ্যেও পত্র-পত্রিকার সংবাদ শিরোনাম হত না।

প্রায়ই দেখা যায়, দেশের বিভিন্ন স্থানে একাধিক জীর্ণভবনের ছাদ, দেয়াল ইত্যাদি ধসে পড়ে জানমালের ক্ষতিসাধন করছে। সামান্য বৃষ্টি বা বাতাসে ভেঙ্গে যায় দেওয়াল বা ছাদ কিংবা ধসে পড়ে পলেস্তারা আর ছাদের সুরভি।

সরকারী-বেসরকারী অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহের যে সংবাদ পত্র-পত্রিকায় আসে, তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। যে সব ভবন ধসে পড়ার অবস্থায় এসেছে তার অধিকাংশই বহু দিনের পুরানো। নিয়মিত যত্ন ও সংস্কারের অভাবে ভবনগুলো বর্তমানে ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। তবে সব সময় যে পুরানো ভবনই ভেঙে পড়ে বা দেওয়ালের গায়ে ফাটল দেখা দেয় তা নয়, নতুন ভবন এমনকি নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার আগেই ফাটল আবিষ্কৃত হতেও দেখা যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহু পাকা ভবনের ক্ষেত্রেও একথা সত্য।

আমাদের দেশে ষাটের দশক থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে পাকা ভবনে রূপান্তরিত করার কাজ শুরু হয়। কিন্তু ৫-৭ বছর যেতে না যেতেই দেখা যায় প্রায় বিদ্যালয়ের দরজা-জানালা খুলে পড়ছে। দেওয়ালে-ছাদে ফাটল ধরেছে। নির্মাণ কাজে যারা জড়িত তাদের কেরামতিতেই যে এমনটি হয়, তা বলাবাহুল্য। নির্মাণের ত্রুটি ধরা পড়লে লোক দেখানোর জন্য ফাটলের উপর সিমেন্টের পোচ লাগিয়ে দায়িত্ব শেষ করার উদাহরণও একেবারে বিরল নয়। আর এসব বিদ্যালয়ই এদেশেরই ভবিষ্যত, বর্তমানে অবোধ শিশুরা জ্ঞানার্জনের অসাধ্য সাধনায় রত। বিদ্যার্জনের কাজ কোন মতেই বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হতে পারে না। অথচ আমাদের শিশুরা জীবন বাজিরেখেই এ কাজটি করে যাচ্ছে। কখনো ঝুকির মাত্রা বেড়ে গেলে কারও গোশালা বা গাছতলায় আশ্রয় নিচ্ছে।

গাছতলায় বা খোলা আকাশের নীচে বসে বিদ্যাশিক্ষা করা যায় না। এজন্য অবশ্যই বিদ্যালয় গৃহের আবশ্যক, তাই কোন বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আগেই দেশের ভাঙ্গা-চোরা প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মেরামত বা নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের জীবনের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদাশীন্য প্রদর্শন করার কোন অবকাশ নেই। জগন্নাথ হলের মত একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন এ দেশে আর না হয় এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

—মোজহারুল হক (বাবুল),

সরিষাবাড়ী কলেজের সমস্যা

জামালপুরর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার স্থানীয় বিদ্যানুরাগীদের প্রচেষ্টায় ১৯৬৭ সনে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে উপজেলা সদরে সরিষাবাড়ী কলেজটি স্থাপন করা হয়। বর্তমানে কলেজটি অর্থ থেকে শুরু করে নানা সমস্যায় জর্জরিত। বিশেষ করে অর্থসংকটই প্রধান। প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবসহ বিভিন্ন কারণে কলেজটির শিক্ষা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। কলেজটিতে টেবিল, চেয়ার বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ডসহ অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাবে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে দাঁড়িয়ে কিংবা মাটিতে মাদুর বিছিয়ে বসে ক্লাস করতে হয়। কলেজে কোন ছাত্রাবাস নেই। এর ফলে দূরবর্তী ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করতে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কলেজে প্রায় ৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এই ৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মাত্র ১৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষক শিক্ষিকার অভাবে কলেজের শিক্ষা মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তবুও কলেজের রেজাল্ট ভাল। এ বছর ডিগ্রী পরীক্ষায় পাসের হার শতকরা ৬০। গত বছর এইচ এস সি পরীক্ষায় পাসের হার শতকরা ৮০ ভাগ। অর্থের অভাবে বিএসসি বিভাগ খোলা যাচ্ছে না। যারা বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে চায়, তাদেরকে তাই বাধ্য হয়ে, কলা কিংবা বাণিজ্য বিভাগ নিয়ে পড়তে হয়। কলেজের এসব সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে স্থানীয় অভিভাবকগণ উর্ধ্বতন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

—সুকান্ত সাহা